ইসলাম এবং নারীঃ কিছু সমসাময়িক প্রসঙ্গ

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সৌজন্যেঃ মাসিক পড়শী [মার্চ-এপ্রিল, ২০০৬]

সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী আলোচিত তার মধ্যে নারী অন্যতম। আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব অহরহই বলে চলেছে যে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার খুবই সীমিত এবং মুসলিম নারীরা অতিমাত্রায় নিষ্পেষিত, নিয়ন্ত্রিত বা অবহেলিত। সেইসাথে পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের যে অবস্থান ও অধিকার অর্জিত হয়েছে, তা দৃষ্টান্তমূলক হিসেবে পেশ করা হয়, যদিও সব ক্ষেত্রেই তা নয়। বিভিন্ন ধর্মে, বিশেষ করে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের সাথে ইসলামে নারী প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে বর্তমান পাশ্চাত্য-কেন্দ্রীক বিশ্বে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সেকুলার সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝে এতটাই বিলীন হয়েছে যে ঐ দুটি ধর্মের অনুসারীরা রেনেসাঁ-উত্তর বিবিধ সংস্কারে এখন ধর্মীয় দিক থেকে স্বকীয়তা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে। তাই ধর্ম প্রসঙ্গে ইসলামের সাথে তুলনামূলক আলোচনাতেও দেখা যায় যে, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের প্রবক্তা ও গবেষকরাও, ইসলামের প্রসঙ্গে বাইবেল বা তোরাহ/তালমুদের ভিত্তিতে আলোচনা না করে, তাদের আক্রমনাত্মক অথবা মূল্যায়নমূলক আলোচনাগুলো পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের আলোকেই করে থাকে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে যেহেতু ইহুদী-খৃষ্ট (Judaeo-Christian) ধারার সংযোগ রয়েছে, তাই এ পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে কিছু তুলনামূলক বক্তব্যের অবকাশ রয়েছে। বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, স্রষ্টা প্রথমে আদমকে বানান। তারপর তার একাকীত্বের নিরসনের জন্য একজন সহযোগী হিসেবে হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদমকে নিদ্রিত করে তার পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে তা থেকে হাওয়াকে বানান। এই ভাষ্য অনুযায়ী, আদম জেগে উঠে হাওয়াকে ‘নারী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে, কারণ তাকে পুরুষ থেকে বানানো হয়েছে। তারপর নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য আদম দায়দায়িত্ব হাওয়ার ওপর চাপায়। (বিস্তারিত জানার জন্য, বাইবেলের যে কোন ইংরেজী সংস্করণের Genesis পুস্তকের ২য় ও ৩য় অধ্যায় দেখুন) এভাবেই বাইবেলের ভিত্তিতে অপর দুটি ইব্রাহীমি ধর্মে প্রথম নারী হিসেবে হাওয়াকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়া ও সে কারণে মানব জাতির বেহেশ্ত থেকে স্খলনের জন্য দায়ী করা হয়। হাওয়ার ওপর মূল দায়দায়িত্ব চাপিয়ে পরবর্তীতে খৃষ্টধর্মে আদি পাপ (original sin)-এর ধারণা স্থান পায়। নিউ টেস্টামেন্টে যীশু খৃষ্টের সরাসরি কোন বাণী থেকে এই আদি পাপ-এর প্রমাণ নেই। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টে বিশেষ করে সেন্ট পল-এর পুস্তিকাগুলোতে যে সব মন্তব্য এসেছে, তার ভিত্তিতে খৃষ্ট ধর্মে এ ধারণা একটি মৌলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (১)

আদি পাপ-এর সুত্র ধরে, বাইবেলে নারীদের ব্যাপারে অনেক ধরণের হীন ধারণা ও সংস্কারের প্রচলন হয়। কোন নারী কন্যা সন্তান প্রসব করলে, প্রসবকারী জননীকে দ্বিগুণ দীর্ঘ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আলাদা হয়ে থাকতে হবে। (লেভিটিকাস ১২:৫) নিউ টেস্টামেন্টে পরিষ্কার করে উল্লেখ আছেঃ ‘‘নারীদের জন্য পুরুষ নয়, বরং পুরুষদের জন্য নারী। তাছাড়া, নারীদের জন্য পুরুষদের সৃষ্টি করা হয়নি, বরং পুরুষদের জন্য নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে।’’ (কোরিন্থিয়ান ১১:৮-৯) একই ভাবে, নিউ টেষ্টামেন্টে হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধে সমগ্র নারী জাতির জন্য আদেশঃ ‘‘নারীরা চুপচাপ থেকে অনুগত ভাবে শ্রবণ করুক।’’ (১ টিমোথি ২:১১-১৪) ‘‘স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে আত্মসমর্পণ কর, যেমনটি কর প্রভূর কাছে।’’ (এফিশিয়ান্স্ ৫:২২-২৪)

নিউ টেষ্টামেন্টের এসব বাণীগুলো ওল্ড্ টেষ্টামেন্টের বাণীগুলো থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই একটি

প্রার্থনা এসেছেঃ ‘‘আমাকে যে কোন মহামারী দাও, শুধু হৃদপিন্ডের মহামারী ছাড়া; আমাকে যে কোন খারাপী (evil) দাও, শুধু নারীদের খারাপী ছাড়া।’’ (এক্লেসিয়াস্টিস ২৫:১৩)

যেহেতু নারী প্রসঙ্গে ইসলামের আলোচনা তুলনামূলক ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেক্ষাপটেই করা হয়, এবং যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহুদী-খৃষ্ট (Judaeo-Christian) ধারার ও ঐতিহ্যের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ওপরোক্ত আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে অনুধাবণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক হবে।

তবে অন্যদের ব্যাপারে অভিযোগ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির ওপর আলোকপাত করা ও ইসলামের ব্যাপারে তাদের আক্রমনাত্নক ও বিদ্বেষমূলক ভূমিকার ব্যাপারে মুসলিমদের পক্ষ থেকে দোষারোপ করা সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিমদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যে, অন্যদের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে, ইসলাম তুলনামূলক ভাবে নারীদেরকে আরো উচ্চাসন ও মর্যাদা দিয়েছে। উচ্চাসন ও মর্যাদা যে ইসলাম দিয়েছে তা ঠিক। কিন্তু প্রায়শঃই এ ধরণের apologetic ধারার ভাষ্য মুসলিম ইতিহাসে ও সমাজে নারীদের প্রকৃত রুপ সম্পর্কে এড়িয়ে যায়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কি, তার কতটুকু বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত ও সংরক্ষিত, এবং সেইসাথে সাধারণভাবে ইসলামে যেভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করা হয়, তা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে কতটা সঠিক সে প্রসঙ্গে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেই আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণ ও মতবিনিময়ের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেজন্যই, পাশ্চাত্য বা অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনার ওপর মনোযোগ না দিয়ে, ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গে মুসলিমদের মধ্যেই যে সমস্ত বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত, এবং সে প্রেক্ষাপটেই কিছু মৌলিক দিকের ওপর এখানে আলোকপাত করতে চাই। সীমিত পরিসরের কারণেই এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবে এ প্রবন্ধটি আগ্রহী পাঠকরা আশা করি পাবেন আরও গভীর অধ্যয়নের জন্য পাঠ্য সহায়িকা হিসেবে।

১) আদম থেকে হাওয়াকে বানানো এবং নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য দায়দায়িত্ব নারীদের প্রতিভূ হিসেবে হাওয়ার ওপর চাপানোর বিষয়ে কোর্‌আনে কোন স্বীকৃতি নেই। স্রষ্টার আদেশের অবাধ্যতার জন্য কোর্‌আন শুধু হাওয়াকে দায়ী করেনি। আর সূচনাকারী পাপ-এর ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, কোর্‌আন সবাই নিজের জন্য দায়িত্বশীল, এ বিশ্বাসের ওপর স্পষ্ট জোর দিয়েছে।

তবু পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামী সংগ্রহে বা বিশিষ্ট গ্রন্থে হাওয়া (এবং সে সুত্রে নারীদের) ওপর দায়দায়িত্ব চাপানোর মত ভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে। (২) এসবেরই প্রভাবে প্রচলিত ইসলামী চিন্তা-ভাবনায় ‘আল্লাহ পুরুষদের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন’, এরকম ভ্রান্ত মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছে। (৩) এই শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এ অজুহাতেই পুরুষদেরকে নারীদের কর্তা বা শাসক/নিয়ন্ত্রকের উচ্চাসনে বসানো হয়েছে। অথচ নাজিলের পরম্পরায়, শেষের দিকে নাজিল হওয়া কোর্‌আনের দিক নির্দেশনা হচ্ছেঃ ‘‘বিশ্বাসীরা, পুরুষ এবং নারী, উভয়ে একে অপরের আওলিয়া (অর্থঃ অভিভাবক, সংরক্ষক, বন্ধু)’’ (তাওবা/৭১) সেইসাথে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠত্বের এক ও অভিন্ন মানদন্ড পেশ করেছে কোর্‌আনঃ ‘‘আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ যে খোদা-সচেতনতায় (তাক্‌ওয়ায়) সবচেয়ে অগ্রগামী’’ (হুজুরাত/১৩) ইসলাম নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা যদি সুনিশ্চিত করতে হয়, তাহলে পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ ভ্রান্ত ও অনৈসলামী ধারণার অপনোদন হওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে যারা এ ধরণের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় বিশ্বাসী তাদের প্রভাব ও অভিভাকত্বে প্রণীত ইসলামী আইন ও বিধিমালা থেকে আমাদের সতর্ক হওয়াপ প্রয়োজন।

২) কোর্‌আনের হেদায়েতের আলোকে মোহাম্মদ (সঃ) যে গতিশীল এক সমাজ ও পথনির্দেশনার সম্ভার আমাদের জন্য রেখে গেছেন এবং তার জীবদ্দশায় নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক ইসলামী ধারা (শেষ নয়, বরং) শুরু হয়, এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কাল পর্যন্ত যা অব্যাহত ছিল, সে ধারা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে নারীদের মর্যাদা ও অধিকারকে অব্যাহতভাবে সংকুচিত করা হয়। রাসূলের (সঃ) সময়ে নারীদের যে সামাজিক অবস্থান ছিল, তা ধীরে ধীরে খর্ব হয়। তা সত্বেও রাসূলোত্তর ৬-৭ শতাব্দী পর্যন্ত নারীরা বেশ কিছু দিকে পুরুষদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যে সম্পর্কে দুঃখজনক হলেও সত্য যে মুসলিমরা নিজেরাও আদৌ পরিচিত নয়। (৪) সাহাবাদের যুগ পর্যন্ত প্রখ্যাত নারীরা ইসলামী সমাজ ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় শাখায় সবার পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। আমরা সবাই জানি হযরত খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমা (রাঃ) প্রমুখের নাম। কিন্তু আমরা ক'জন উম্মে আদ-দারদা-র (৭০০ খৃঃ) কথা জানি, যার সম্পর্কে তার সমসাময়িক পুরুষ মণীষীরা মনে করতেন যে তিনি সে সময়ের সবচেয়ে অগ্রগণ্য হাদীস বিশারদ ছিলেন। এমনকি হযরত হাসান বসরীর চেয়েও। আপনারা করিমা আল-মারওয়াজিয়্যা-র (১০৭০ খৃঃ) নাম শুনেছেন? তার সময়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশারদ ছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীরা তার মজলিসে আসতো তার কাছে থেকে সরাসরি শিক্ষা নিতে। (৪)

কিন্তু ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা এখন ইসলামী আইন বা শরীয়তের নামে যা কিছু ধারণ করছি, তার বিকাশে সাহাবীদের পরবর্তী যুগে নারীদের ভূমিকা ছিল সামগ্রিকভাবে অনুপস্থিত। তাই ইসলামী আইনের অনেক দিক যেমন মানুষের ব্যাখ্যা প্রসূত, তেমনি তা প্রণীত হয়েছে পুরুষদের একপেশে ভূমিকার মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান ও ব্যাখ্যা কোর্‌আনের সুবিচারমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের পরিপন্থী। সেজন্যই, গত শতাব্দীর মধ্যে যে সমস্ত দেশে শরীয়তী আইন প্রচলিত হয়েছে, সেখানে নারীদের মর্যাদা, আসন ও অধিকার বহুলাংশে খর্বিত হয়েছে। এমন কি, নারীরা ইসলামের নামে মারাত্মক অবহেলা, বৈষম্য অথবা অবিচারের শিকার। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মুসলিম মহিলারা হয়ে উঠছে নিছক প্রতিবাদী নয়, বরং বিদ্রোহী। ২০০5 সালে ত্যক্ত-বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে ভারতের একদল মুসলিম মহিলা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড থেকে বের হয়ে মহিলাদের নিয়ে নিজেদের বোর্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইসলামের যাবতীয় প্রসঙ্গে (discourse) নারীদের যথোপযুক্তভাবে সম্পৃক্ত না করতে পারলে, যে সার্বজনীন সুবিচার ও ভারসাম্যের স্বপ্ন (vision) মোহাম্মদ (সঃ) মানবতার সামনে পেশ করেছিলেন, তা অনর্জিত থেকে যাবে।

৩) ইসলাম পুরুষ-নারীকে কর্তা আর কর্তৃত্বাধীন বানায়নি। বরং তারা একে অপরের *আওলিয়া* (বন্ধু, অভিভাবক, সংরক্ষক)। এ বৈপ্লবিক ধারণা অপর দুটি ইব্রাহীমি ধর্মে থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। জীবনের সার্বিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যতদিন এই আওলিয়া মডেলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষ নিয়ে যত বৈষম্য ও অবিচার তা ইসলামের-ই নামে চলতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) শিক্ষা অনুযায়ী ''জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ'' (সুনান ইবনে মাজাঃ ২২৩)। প্রতিটি মুসলিমের জন্যঃ অর্থাৎ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। অথচ, নারীদের মধ্যে শিক্ষা সার্বজনীনভাবে ছড়ানোয় মুসলিম সমাজ কত যুগ ধরে শুধু অবহেলাই করে আসেনি, এমনকি বিরোধীতাও করে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের অংশ হিসেবে মুসলিম সমাজে দারিদ্র্যের প্রকোপ ব্যাপক এবং এর প্রকটতার শিকার আনুপাতিকভাবে নারীরাই বেশী। মুসলিম সমাজে আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার খোলসে আবদ্ধ এবং সাধারণভাবে সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা খুব কম। সেজন্যই সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারীদের জীবনের বাস্তব সমস্যাদি নিয়েও আমাদের ইসলামী কমিটমেন্ট ততটা নেই।

এসব ব্যাপারে কোর্‌আন ও রাসূলের আদর্শের আলোকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে সম্যক ভাবে

মুসলিম পুরুষদের যেমন ভাবতে হবে এবং সম্মিলিত হয়ে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি মুসলিম নারীদেরও ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিতে হবে কোর্‌আনকে জানা ও বোঝার ব্যাপারে।

ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবর্তনের এ সংগ্রামে নারীদের পাশাপাশি আমরা পুরুষরাও সহযাত্রী। এ চেতনা নিয়েই আমাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান -ধারণা ও আইন-বিধিমালার আমূল সংস্কারের জন্য ইসলামের আলোকেই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। নারীরা নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের দেখাশোনা আর সাংসারিক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। নবী করিম যে সমাজের গোড়া পত্তন করেছিলেন, তার জন্য বাইয়াতেও নারীদের ভূমিকা ছিল। হিজরত, যুদ্ধ, ব্যবসা বাণিজ্যেও মুসলিম নারীরা ভূমিকা পালন করেছে। তখন যে কোর্‌আনী চেতনা সবার মাঝে কাজ করেছে এবং আমাদের জন্য নতুন, ভবিষ্যতমুখী, গতিশীল ইসলামী ধারা গড়তে হলে আবার আমাদেরকে যে কোর্‌আনী নির্দেশনার প্রতি ঝুকতে হবে তা হচ্ছেঃ ‘মূমিন পুরুষ ও মূমিন নারীরা - তারা পরস্পরের আওলিয়া। যাবতীয় ভাল কাজের নিষেধ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন সবাই, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই নাজিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।’ [সূরা তাওবা/৭১]

সুত্রপঞ্জীঃ (নিম্নলিখিত লেখাগুলোসহ আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে আরো লেখা পড়তে পারেন। নীচের যে বিষয়গুলোর জন্য URL দেয়া হয়নি, ওগুলো আমার ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।)

১: Original Sin [http://en.wikipedia.org/wiki/Original_sin]
২: Describing Women and Their Good and Bad Points (Imam Ghazali)
৩: A Cyber-discussion on Gender Equality [M. O. Farooq)
৪: Women Scholars of Islam: They must bloom again! [M. O. Farooq]

[লেখক আপার আইওয়া ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের একজন অধ্যাপক। হোমপেজঃ http://www.globalwebpost.com/farooqm; email: farooqm@globalwebpost.com.]